সংবাদ বিবৃতি

১৫ অক্টোবর ২০১৯

ইউপিআর অঙ্গীকারসমূহ পূরণের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, নিরপেক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান এবং একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা: তৃতীয় পর্বের ইউপিআর সুপারিশসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা

[ঢাকা, ২০১৯] ২০১৮ সালের মে মাসে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ বা সর্বজনীন পর্যায়বৃত্ত পর্যালোচনা যা সংক্ষেপে ইউপিআর নামে পরিচিত এর আওতায় বাংলাদেশের গত চার বছরের মানবাধিকার পরিস্থিতির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় ১০৫টি দেশ বাংলাদেশকে বিভিন্ন মানবাধিকার ইস্যুতে ২৫১টি সুপারিশ প্রদান করে। এ সুপারিশগুলো সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার তাদের চূড়ান্ত মতামত দেয় ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সেখানে দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকার ১৭৮টি সুপারিশ গ্রহণ করেছে এবং ৭৩টি গ্রহণ করেনি বা নোটেড রেখেছে। যে সুপারিশসমূহ বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে সেগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি কতদূর তা নিয়ে আলোচনা করতে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) ১৫ অক্টোবর ২০১৯ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে "ইউপিআর ২০১৮ এর এক বছর : আমরা কোথায় দাড়িয়ে?" শীর্ষক একটি দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন মানবাধিকারকর্মী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন, জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের সংশ্লিস্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এইচআরএফবি-এর আহবায়ক এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর নির্বাহী পরিচালক শীপা হাফিজা। বিশেষ বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (জাতিসংঘ) নাহিদা সোবহান। এরপর নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত প্রথম অধিবেশনে আসক নির্বাহী পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল তাহমিনা রহমানের সঞ্চালনায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন তামান্না হক রীতি। এসময় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসক নির্বাহী পরিষদের চেয়ারপারসন ও সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী জেড আই খান পান্না এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর অনারারি নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 02-8100192, 8100195, 8100197, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).

সেমিনারের দ্বিতীয় অধিবেশনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন নাগরিক উদ্যোগের মনজুরুল ইসলাম। আসক-এর সিনিয়র উপপরিচালক নিনা গোস্বামীর সঞ্চালনায় এ আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। সেমিনারের পরবর্তী অধিবেশনের বিষয় ছিল– জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা। এ অধিবেশনে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনামের সঞ্চালনায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। এতে আলোচনা করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক কেএম সোহেল, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-এর সচিব হিরন্ময় বাড়ৈ, আসক নির্বাহী পরিচালক শীপা হাফিজা। 'ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর অধিকার' সংক্রান্ত শেষ অধিবেশনে শীপা হাফিজার সঞ্চালনায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন নীনা গোস্বামী। এতে আলোচনা করেন স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট-এর নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন কর্মকার, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিজ (বিলস) এর নির্বাহী পরিষদের সদস্য আব্দুল ওয়াহেদ, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-এর নির্বাহী পরিচালক সালেহ আহমেদ, কাপেং ফাউন্ডেশন-এর ফাল্গুনী ত্রিপুরা, উইম্যান উইথ ডিজাবিলিটিস ফাউন্ডেশন-এর শিরিন আক্তার।

সেমিনারে ফোরামের আহবায়ক ও আসক এর নির্বাহী পরিচালক শীপা হাফিজা বলেন, ইউপিআর ২০১৮ পরবর্তী এক বছরে সরকারের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে আমরা লক্ষ্য করছি যে, এক্ষেত্রে অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। এ অঙ্গীকারসমূহ পূরণে সরকার কিভাবে কাজ করে যাচ্ছে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কিভাবে সমণ্বয় হচ্ছে-তা স্পষ্ট নয়। এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে নাগরিক সংগঠনগুলোর সাথে এ নিয়ে কোনো আলোচনার উদ্যোগ আমরা দেখিনি।

সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবি জেড আই খান পান্না বলেন নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চর্চার ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ার কারণে বর্তমানে অসুস্থ রাজনীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে যা আমাদের জন্য অশনিসংকেত।

ব্লাস্টের অনাররি নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন বলেন, বহুল সমালোচিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০১৩ এর ৫৭ ধারা বিলুপ্ত হলেও এ আইনের আওতায় দায়ের করা মামলাগুলো চলমান রয়েছে। সেগুলো প্রত্যাহার করার কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। বরং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা পরিপন্থী ৫৭ ধারার অনুরূপ কয়েকটি ধারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হলেও গুম বলে কিছু নাই বলে সরকার

বারবার বলে আসছে, তারা কোন চিন্তা থেকে বিষয়টি অস্বীকার করে যাচ্ছে তা স্পষ্ট নয়। কেননা বাস্তবে এ ধরণের অনেক ঘটনার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, যে কোন গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার ভিত্তিক সভ্য সমাজের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব ম্যান্ডেট পূরণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনার অন্ত:রায় হয়ে দাড়াঁতে পারে।

আলোচনা শেষে ফোরামের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে ইউপিআরের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নোক্ত দাবি সমূহ তুলে ধরা হয়-

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে সঙ্গে নিয়ে গ্রহনকৃত সুপারিশসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেখানে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা, প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও কোন মন্ত্রণালয় কোন পর্যবেক্ষণ বাস্তবায়ন করবে তা সবিস্তারে উল্লেখ থাকবে;
- কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজের সাথে আলোচনা করা;
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কার্যকর পর্যবেক্ষণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ন কমিটি গঠন করা;
- বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ত করা এবং সংসদে আলোচনা করা;
- বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো কাজ করছে তা চিহ্নিত করা এবং উত্তরণের উপায় নির্ধারণের জন্য নাগরিক সংগঠনের সাথে আলোচনা করা;
- জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে ২০২০ সালে বাস্তবায়নের অগ্রগতিসংক্রান্ত মধ্যবর্তী প্রতিবেদন করা;
- ইউপিআর বিষয়ে নাগরিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 02-8100192, 8100195, 8100197, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).